যুগান্তর 8 JUL [illegible]

অভিভাবক ও মেধাবী শিক্ষার্থীরা উদ্বিগ্ন

ভালো কলেজের আসন যেন সোনার হরিণ

মুশতাক আহমদ

নরসিংদীর একটি প্রতিষ্ঠান থেকে আয়েশা সিদ্দিকা এবারের এসএসসি পরীক্ষায় পেয়েছেন জিপিএ-৫ পেয়েছে। ঢাকায় ভর্তির জন্য সে ভিকারুননিসা নূন, মতিঝিল আইডিয়াল, হলিক্রস এবং ঢাকা সিটি কলেজে আবেদন করেছে। ইতিমধ্যে প্রকাশিত ভিকারুননিসা নূন এবং মতিঝিল আইডিয়ালের ভর্তি তালিকায় তার নাম নেই। তার আশংকা, সিটি কলেজ এবং হলিক্রসেও হয়তো চান্স মিলবে না। এ কারণে বৃহস্পতিবার পছন্দের তালিকায় নিচে রাখা উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয় এবং অগ্রণী স্কুল ও কলেজের ফরম কিনেছে সে। কান্নাজড়িত কণ্ঠে আয়েশা বলছিল, 'ভিকারুননিসা নূন এবং আইডিয়ালে বয়সের কারণে সে বাদ পড়েছে। হয়তো আর কয়েক মাস বয়স বেশি হলেই স্বপ্নের কলেজে তার পড়ালেখাটা হতো।'

শুধু আয়েশা সিদ্দিকা নয়, এভাবে খোদ ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে থেকে পাস করা হাজারও ছাত্রছাত্রী একটি নামকরা কলেজে ভর্তির জন্য এখন উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটছে। কারও চোখে ঝরছে ব্যর্থতার অশ্রু। ভর্তি হতে এসে জিপিএ-৫ লাভের আনন্দ তাদের ম্লান হয়ে গেছে। তাদেরসহ বাবা-মা'র ঘুম হারাম হয়ে গেছে। ভালো ফলাফলের পরও শুধু বয়সই এখন অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে ভর্তির ক্ষেত্রে। ঢাকার কলেজগুলোতে ভর্তি বঞ্চিত বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক দাবি করেছেন, ভর্তির ক্ষেত্রে বয়সের এ মানদণ্ড বাতিল করা হোক।

শুধু ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকরাই নন, শিক্ষকরাও একইভাবে এ দাবি করেছেন। ঢাকার স্বনামখ্যাত কলেজগুলোর অধ্যক্ষরা বলেছেন, বয়সের এ শর্ত একটি 'অবিচারমূলক' (ইনজাস্টিস) মানদণ্ড। সরকার যদি ভর্তি পরীক্ষা পুনঃ চালু করতে না চায়, তবে সে ক্ষেত্রে ট্রান্সক্রিপ্টের সঙ্গে প্রাপ্ত নম্বর উল্লেখের ব্যবস্থা করতে পারে। এতে 'সুবিচার' ও মেধার যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব হবে এবং শিক্ষক ও কলেজ কর্তৃপক্ষকেও ঝামেলামুক্ত হওয়া সম্ভব হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (কলেজ) মোহাম্মদ শফিউল্লাহ বলেন, এবারের এসএসসির ফলাফল কল্পনাতীত ভালো হয়েছে। যে কারণে আকস্মিকভাবে নীতিমালা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সরকারও উদ্বিগ্ন। তবে কি করা হবে তা নির্ধারণে আগামী ৩১ জুলাই কলেজ শিক্ষক, অধ্যাপক, বোর্ড চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে বৈঠকে বসা হবে।

গ্রেডিং পদ্ধতি অনুযায়ী এসএসসি ও দাখিলে ৮০ থেকে ১০০ নম্বর প্রাপ্তরা লেটার গ্রেডে এ-প্লাস এবং সিজিপিএ-তে জিপিএ-৫ লাভ করে। এক্ষেত্রে যে শিক্ষার্থী কোন বিষয়ে ৮১ নম্বর পেয়েও যেমন ট্রান্সক্রিপ্টে এ-প্লাস পায়, ওই একই বিষয়ে ৯৭/৯৯ পেয়েও আরেক শিক্ষার্থী এ-প্লাস পেয়ে থাকে। ফলে দুই শিক্ষার্থীর মেধার স্বীকৃতি পৃথকভাবে হয় না। মতিঝিল বয়েজ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ হাফিজুল ইসলাম

হরিণ : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৫

হরিণ : সোনার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বলেন, এ পদ্ধতির বড় দুর্বলতা হচ্ছে 'বৈষম্য'। ক্লাসের ১ রোল নম্বরধারীও যে গ্রেড পায়, ৫৫ রোলধারীও ওই একই স্বীকৃতি পায়। এ পদ্ধতির পরিবর্তন দরকার।

আর ঢাকা সিটি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক এম হাফিজউদ্দিন বলেন, সরকারের উচিত হবে বয়সের শর্তটি বাদ দেয়া। যদিও তার পছন্দ নয়, কিন্তু আইন থাকায় তিনিও এ পদ্ধতিতে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন। তবে আগে চতুর্থ বিষয় বাদ দিয়ে মেধাতালিকা করা হবে বলে জানান তিনি। তিনি আরও বলেন, ভর্তিতে যে সংকট দেখা দিয়েছে, তা থেকে উত্তরণে আগের মতো ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি করা যায়। অথবা ট্রান্সক্রিপ্টে প্রাপ্ত নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ রাশিদা বেগম বলেন, অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও তারা বয়সের শর্ত মেনেছেন। তবে এটার পরিবর্তে আগামী বছরের জন্য সরকার ট্রান্সক্রিপ্টে প্রাপ্ত নম্বর উল্লেখ করে দিলে শিক্ষার্থী মনোনয়নে ঝক্কি কমবে।

মতিঝিল মডেল স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ জিনাত সুলতানা বলেন, বয়সের আইনটি গ্রহণযোগ্য নয়। এটি বাতিল করে মেধা মূল্যায়িত হবে— এমন বিধান চালু করা উচিত। প্রসঙ্গক্রমে তিনি পরীক্ষা পদ্ধতিরও সমালোচনা করেন।

উদয়ন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ খালেদা হাবিব বলেন, বয়সের নীতিটি তিনি পছন্দ করেন না। সমযোগ্যতার ভিড় সামলাতে আগে এলে আগে পাবেন এ ভিত্তিতে ভর্তি করা উচিত। এতে সবধরনের ঝামেলা থেকেও মুক্ত থাকা যাবে। তার মতে, ট্রান্সক্রিপ্ট নম্বর উল্লেখ করেও সমস্যার সমাধান করা যায়।

ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ বদিরুল হক বলেন, বয়সের শর্তটি একেবারেই আনা উচিত নয়। মার্কিং (নম্বর) পদ্ধতি বিবেচনায় অন্যাই বেটার পদ্ধতি। তিনি বলেন, এবার ছাত্র বাছাইয়ে তিনি চতুর্থ বিষয় ছাড়া মেধাতালিকা প্রণয়নকে প্রাধান্য দেবেন। তবে রেমিট্যান্স পাঠানো বাবা-মা'র সন্তান এবং বয়সকেও পরবর্তী সময়ে মানদণ্ডে আনা হবে।

এদিকে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তিতে এ সমস্যা নিয়ে আগামী ৩১ জুলাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সভা বসছে। ইতিমধ্যে এক সভায় মার্কশিট প্রদান, সমযোগ্যদের ক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষা অথবা লটারি করে ভর্তির বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ওই সভায় শিক্ষা উপদেষ্টা, শিক্ষা সচিব, যুগ্ম সচিবসহ অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। তবে ওই সভায় কোন সিদ্ধান্ত হয়নি।

এবার নয়টি শিক্ষা বোর্ডে সর্বমোট ৫২ হাজার ৫৭ জিপিএ-৫ লাভ করেছে। এর মধ্যে প্রায় ১১ হাজার ঢাকা মহানগরেই রয়েছে। মোট জিপিএ-৫ এর মধ্যে প্রায় ১৮ হাজার গোল্ডেন জিপিএ-৫ রয়েছে বলে জানান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ শফিউল্লাহ। তিনি বলেন, 'অক্সফোর্ড, ইয়েল বা হার্ভার্ডও কিন্তু একটি করে রয়েছে। [illegible] [illegible] [illegible] সমস্যাটা হয়েছে এখানেই।'